তারিখ 25 JUN 1992
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৬

দৈনিক বাংলা

ছাত্রদল পলিটেকনিক শাখার আহ্বায়ক গুলিতে নিহত

মেডিক্যাল রিপোর্টার ঃ মঙ্গলবার রাত আড়াইটায় ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট ছাত্র সংসদের জিএস শাকিল মাহমুদ (২৪) হোস্টেলের নিজ কক্ষে গুলিতে নিহত হয়েছেন। তিনি জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল পলিটেকনিক শাখার আহবায়ক ছিলেন।

নিহত শাকিল মাহমুদ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। তার বাড়ি ঢাকার দোহার উপজেলায়। তিনি পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটের লতিফ হলের ৩০৯ নং রুমে থাকতেন।

শাকিলের সহপাঠীরা জানায়, তারা রাত আড়াইটার দিকে পর পর দুটি গুলির আওয়াজ শুনতে পায় কিন্তু এটাকে নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার ভেবে কোন গুরুত্ব দেয়নি। সকালে ঘুম থেকে জেগে তারা শাকিলের মৃত্যুর খবর পায়। পরে পুলিশ তার লাশ উদ্ধার করে।

অপর একটি সূত্র জানায়, ঘটনার দিন রাত ১২টা পর্যন্ত শাকিল তার রুমে বন্ধু-বান্ধবসহ আড্ডা দেয়। এরপর তারা চলে গেলে সে ঘুমিয়ে পড়ে। সকালে একজন বন্ধু তার খোঁজ করতে এসে তাকে মৃত অবস্থায় দেখতে পায়।

(৭-এর পৃঃ ৬-এর কঃ দ্রঃ)

ছাত্রদল পলিটেকনিক

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

এদিকে ময়না তদন্তের রিপোর্টে জানা গেছে, মস্তিকে গুলি করে তাকে হত্যা করা হয়েছে। তার মস্তিকের পিছন দিক দিয়ে গুলি প্রবেশ করে এবং সামনের দিক দিয়ে বের হয়ে যায়।

এ ঘটনায় তেঁজগাও থানায় একটা হত্যা মামলা দায়ের করা হয়েছে। খবর লেখা পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়নি।

গতকাল প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া শাকিলের লাশ দেখতে পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটে যান। বেগম খালেদা জিয়া সেখানে শাকিলের আত্মীয়স্বজনদের শান্তনা দেন ও মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা করেন। তিনি তাদের আশ্বাস দেন দুষ্কৃতকারীদের কঠোর শাস্তি দেয়া হবে।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুল মতিন চৌধুরী, ঢাকা সিটির মেয়র মীর্জা আব্বাস, ডাকসু ভিপি আমানুল্লাহ আমান এমপি, ছাত্রদল সভাপতি রিজভী আহমদ ও সাধারণ সম্পাদক ইলিয়াস আলী এসময় উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও মন্ত্রিপরিষদের সদস্যবর্গ পলিটেকনিক হোস্টেলে গিয়ে মরহুমের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

তদন্ত ও বিচার দাবী

বাংলাদেশ পলিটেকনিক শিক্ষক সমিতির এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এই হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা করে বলা হয়, এ ধরনের সন্ত্রাসী ঘটনা ও হত্যাকাণ্ড জাতির বিবেককে আজ স্তব্ধ করে দিয়েছে। বিবৃতিতে সমিতির নেতৃবৃন্দ এ ঘটনার তদন্ত ও বিচার দাবী করেন এবং ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটের ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও কর্মচারীদের নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারের কাছে দাবী জানান।

অপর এক বিবৃতিতে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী শ্রমিকদলের নেতৃবৃন্দ এ ঘটনায় শোক প্রকাশ করেন এবং দোষীদের গ্রেপ্তার এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবী জানান।

বরিশাল পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক মোস্তাফিজুল মান্নান মিরন এবং বাংলাদেশ কারিগরি ছাত্র পরিষদের আহবায়ক ও জেলা ছাত্রদলের প্রচার সম্পাদক মোঃ নজরুল ইসলাম জুয়েল এক যুক্ত বিবৃতিতে শাকিলের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। নেতৃবৃন্দ হত্যাকাণ্ডের জন্য ছাত্রলীগকে দায়ী করেন এবং তীব্র নিন্দা জানান ও দোষী ব্যক্তিদের শাস্তি দাবী করেন।

ইউকসুর নিন্দা

ইউকসু জিএস কাজী ফজলুল করিম এক বিবৃতিতে শাকিল হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা জানিয়ে দোষী ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবী করেছেন। তিনি শাকিলের রুহের মাগফেরাত কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

ছাত্রদল

জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল কেন্দ্রী সংসদ সংগঠনের নেতা শাকিল মাহমুদের হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা করেছে। ছাত্রদল সভাপতি রুহুল কবীর রিজভী ও সাধারণ সম্পাদক ইলিয়াস আলী এক বিবৃতি এ হত্যাকাণ্ডের জন্য কোন দলের নাম উল্লেখ না করে দুষ্কৃতকারীদের দায়ী করেন। তাঁরা অবিলম্বে হত্যাকারীদের গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের দাবী জানান।

ডাকসু

ডাকসু ভিপি আমানউল্লাহ আমান ও জিএস খায়রুল কবীর খোকন এক যুক্ত বিবৃতিতে শাকিল হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা করেছেন। তাঁরা হত্যাকারীদের গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের দাবী জানান। ডাকসু, জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল কৃষি ইনস্টিটিউট শাখ এবং কৃষি ইনস্টিটিউট ছাত্র সংসদ পৃথক পৃথক বিবৃতিতে শাকিল হত্যাকাণ্ডের নিন্দা করেছে এবং হত্যাকারীদের গ্রেপ্তার ও শাস্তির দাবী জানিয়েছে।